সম্পর্ক-মিটমাটের কাজ

(Act of Reconciliation)

আদিপুস্তক ৪২ অধ্যায় ২৯-৩৮ পদ

মিসর ও তার চারপাশের দেশে দুর্ভিক্ষ হওয়ায় কনানে বসবসকারী যাকোব তাঁর দশজন সন্তানকে খাদ্য ক্রয় করতে মিসরে পাঠান। ফলস্বরূপ, ২০ বৎসর পর যোষেফের সঙ্গে তার সেই দাদাদের সাক্ষাৎ ঘটে, যারা তাকে ঘৃণা করে বিদেশী ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। এইসময় যোষেফ যদিও তার দাদাদের চিনতে পেরেছিল, তার দাদারা কিন্তু যোষেফকে চিনতে পারেনি। কারণ, ২০ বৎসর পূর্বে দেখা ১৭ বৎসরের যোষেফের চেহারায় অনেক পরিবর্তন ঘটেছে; মিসরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যক্তি হওয়ায় দামী পোষাকে যোষেফকে একজন মিসরীয় বলে মনে হয়েছে; কেবল তাই-ই নয়, যোষেফ এইসময় তাদের সঙ্গে দোভাষীর সাহায্যে কথা বলছিল (৪২:২৩)। এখন, তার যে দাদাদের যোষেফ ভুলে যেতে চেয়েছিল, তাদের সঙ্গে এইভাবে হঠাৎ সাক্ষাৎ ঘটায়, যোষেফ যে বিষয় দেখতে চায়, তা হল, তার দাদারা কি পরিবর্তিত হয়েছে, না কি, তারা সেই আগের মতোই স্বার্থান্বেষী, প্রবঞ্চক, বিশ্বাসঘাতক থেকে গেছে? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে যোষেফ তাদের প্রতি ৩টি পরীক্ষা চালিয়েছে। আজ আমরা তার প্রথম পরীক্ষা সম্বন্ধে শিখব।

ক। যোষেফ তার দাদাদের যাচাই করেছে: যোষেফের প্রতি তার দাদারা যে দুর্ব্যবহার করেছিল, তার জন্য কি তারা দুঃক্ষিত? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে যোষেফ তার নিজের পরিচয় গোপন রেখে তাদের উপর পরীক্ষা চালায়। এইসময় যোষেফ ছিল মিসরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তার পক্ষে যোষেফের দাদাদের বিষয় খুঁটিনাটি বিষয় জানা সম্ভব ছিল না। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের ইচ্ছা চরিতার্থ করতে তার দাদারা বিভিন্ন মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারত। অতীতে তাদের ব্যবহারের কথা চিন্তা করলে, আমরা তাদের কাছ থেকে এমনটাই আশা করতে বাধ্য। কিন্তু যোষেফকে বিক্রি করার পর তারা যদি বিবেক দংসন উপলব্ধি করে থাকে, তাহলে একই ধরণের পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে, অর্থাৎ নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে ভাইয়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ও ভাইকে পরিত্যাগ করার পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে, তারা ভিন্ন আচরণ করবে।

ক্ষমা করা *(forgiveness)* ও **সম্পর্ক-মিটমাট করার** *(reconciliation)* মধ্যে পার্থক্য কী, তা যোষেফ উপলব্ধি করেছিল। অনেক সময় আমরা অন্যদের ক্ষমা করতে ব্যর্থ হই, কারণ আমরা ক্ষমা করা ও সম্পর্ক-মিটমাট করার মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারি না। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, কাউকে ক্ষমা করার অর্থ এই নয় যে, যেন কিছুই ঘটেনি, এমন আচরণ করা। ধরুন, আপনার সঙ্গে ব্যবসায় কেউ আপনার এক লক্ষ টাকা চুরি করল, এবং পরে ধরা পড়ল। আপনি তাকে ক্ষমাও করে দিলেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, পরবর্তী কালে তার সঙ্গে ব্যবসায় তার প্রতি আস্থা রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আবার সে চুরি করতে পারে, এমন সুযোগ কি আমরা তাকে দিতে পারি? কিন্তু সম্পর্ক মিটমাটের অর্থ, পুনরায় একে অন্যের প্রতি আস্থা গড়ে তোলা, এবং তার জন্য প্রয়োজন উভয় পক্ষের প্রচেষ্টা– কেবল একপক্ষের দ্বারা ক্ষমা করা নয়, অন্যপক্ষের দ্বারা প্রকৃত অনুতাপ প্রয়োজন।

যোষেফ তার দাদাদের ক্ষমা করে থাকতে পারে, কিন্তু সে কি তাদের প্রতি আস্থা রাখতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে যোষেফ তাদের পরীক্ষা করে দেখেছে, তারা তাদের আগের কাজের জন্য সত্যিই অনুতপ্ত কি না, তারা পরিবর্তিত হয়েছে কি না। এখানে যোষেফ তাদের যে পরীক্ষা করেছিল, তা হল, তাদের মধ্যে এক ভাইকে মিসরে বন্দি থাকতে হবে ও অন্যরা দেশে ফিরে গিয়ে বিন্যামীনকে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

মিসরে নিয়ে আসবে (৪২:১৮-২০)। যোষেফ যখন তার এই পরীক্ষার কথা তাদের বলে, তখন তারা একে অন্যের প্রতি এমন কথা বলেছিল, ***"নিশ্চয়ই আমরা নিজেদের ভাইয়ের বিষয়ে অপরাধী, কারণ সে আমাদের কাছে বিনতি করলে আমরা তার প্রাণের কষ্ট দেখেও তা শুনিনি, এই জন্য আমাদের উপরে এই সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে"*** (২১ পদ)। লক্ষ্য করার বিষয় হল, তারা নিজেরা যখন সেই সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছে, তখন যোষেফর প্রতি যে দুর্ব্যবহার তারা করেছিল, তা উপলব্ধি করেছে। এর আগে তারা সর্বদা যোষেফকে তাদের থেকে আলাদা করে দেখেছে, কিন্তু এখানে তারা যোষেফকে তাদেরই সহ-দুঃখভোগকারী হিসাবে দেখেছে।

এইসময় আমরা রূবেনকে এমন কথা বলতে শুনি, ***"আমি না তোমাদের বলেছিলাম, বালকটির বিরুদ্ধে পাপ কোরো না? কিন্তু তোমরা তা শোনোনি; দেখো, এখন তার রক্তের নিকাশ দিতে হচ্ছে"*** (২২ পদ)। এই সময় আমরা যোষেফকে সেই ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে যেতে ও বাইরে গিয়ে কাঁদতে দেখতে পাই। একদিকে, যোষেফ দেখতে পাচ্ছে, তার দাদারা তাদের পাপ স্বীকার করেছে; অন্যদিকে, এই প্রথম যোষেফ জানতে পারল যে, তার বড়োদাদা তাকে বিক্রির বিরোধী ছিল। যোষেফ তার আবেগকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। আমাদের ক্ষেত্রেও এই কথা একই ভাবে প্রযোজ্য। আর তাই, আমরা সম্পর্ক মিটমাট করার বিষয় ভয় পাই। আমরা আমাদের অতীতের মন্দ অভিজ্ঞতাকে পুনরায় স্মরণ করতে চাই না। যোষেফের মতো আমরাও তাদের ভুলে থাকতে চাই, তাদের এড়িয়ে পথ চলতে চাই। কারণ, সেই অভিজ্ঞতা পুনরায় স্মরণ করার অর্থ: পুরানো ক্ষত পুনরায় খোলা হবে, ব্যথা অনুভূত হবে, চোখের জল ঝড়বে। বাস্তব হল, বিনামূল্যে কিংবা বিনা ত্যাগস্বীকারে কখনও সম্পর্ক-মিটমাট সম্ভব নয়।

যোষেফ নিজেকে সামলে নিয়ে পুনরায় দাদাদের কাছে ফিরে আসে এবং একা শিমিয়নকে বন্দি করে অন্যদের প্রচুর শস্য দিয়ে দেশে ফিরে যেতে দেয়। এইসময় যোষেফ গোপনে তাদের বস্তায় টাকা ফেরত দেয় ও পাথেয়ও দেয় (২৫ পদ)। এর দ্বারাও যোষেফ তার দাদাদের পরীক্ষা করে। দেশে ফেরার পথে প্রথম বিশ্রামস্থালে তাদের মধ্যে একজন যখন তার বস্তা খুলেছিল, তার বস্তার মুখে তার শস্যের মূল্য সে দেখতে পেয়েছিল। তারা উপলব্ধি করেছিল যে, তারা তাদের শস্যের দাম না দিয়ে শস্য নিয়ে এসেছে। সহজেই কল্পনা করা যায়, যতদিন না তারা কনানে পৌঁছেছিল, ততদিন তারা এই ভয়ে পথ চলেছিল, মিসরের পুলিশ এসে তাদের ধরবে। তাই, ২৮ পদে বলা হয়েছে, ***"তখন তাদের প্রাণ উড়িয়া গেল, ও সকলে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, ঈশ্বর আমাদের প্রতি এ কী করলেন?"*** এখন যোষেফের দাদারা কী করবে? তাদের ভাই শিমিয়নকে যদি মুক্ত করতে হয়, তাহলে বিন্যমীনকে নিয়ে তাদের পুনরায় মিসরে ফিরতে হবে; আর তখন তাদের চোর বলে দোষী করা হবে। এর দ্বারা তার দাদারা তার প্রতি যে ব্যবহার করেছিল, যোষেফ তার অবিকল পরিস্থিতি তৈরি করেছে। তারা যেমন অর্থের বিনিময়ে যোষেফের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, এখনও কি তারা সেই অর্থের কারণে শিমিয়নকে ভুলে যাবে, টাকা নিয়ে পালাবে? না কি, তাদের অনুতপ্ত ও পরিবর্তিত হৃদয় প্রদর্শন করবে?

খ। সম্পর্ক-মিটমাটের পথে বাধা: একজনের বস্তায় যখন সেই অর্থ পাওয়া গিয়েছিল, তখন তা নিয়ে তারা কী করবে, তাদের কী করা উচিৎ ছিল? আমরা ৩টি পথের কথা চিন্তা করতে পারি: (১) ভুল করে এমন ঘটনা ঘটেছে, তাই চেপে যাওয়া উচিৎ ছিল। (২) ঈশ্বর তাদের সেই অর্থ ফেরত দিয়েছেন জেনে, তা গ্রহণ করা উচিৎ ছিল। (৩) যোষেফ তাদের সততার পরীক্ষা করেছে জেনে, তা ফেরত দেওয়া উচিৎ ছিল। তাদের স্থানে আপনি হলে, কী করতেন?

যাইহোক, এ বিষয়ে তারা তৎক্ষণাৎ কোনো

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

সিদ্ধান্ত না নিয়ে তাদের দেশে ফিরল। দেশে ফিরে তারা তাদের পিতা যাকোবকে সবিস্তারে মিসরে তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলল (২৯-৩৪)। এরপর যখন তারা তাদের বস্তা খুলল, তখন তারা উপলব্ধি করল যে, কেবল একজন নয়, কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই তাদের শস্যের দাম ফেরত পেয়েছে। আর তা দেখে, নিজের ছেলেদের বিষয় যাকোবের মনে সন্দেহ বেড়ে গিয়েছিল। এর আগেও তারা তাদের এক ভাইকে হারিয়েছিল, বাড়ি ফিরে তারা অনেক গল্প বলেছিল, এবং তাদের কাছে যথেষ্ট অর্থও ছিল। তাহলে, এবারেও কি তারা তাদের সেই কাজের পুনরাবৃত্তি করেছে? ৩৬ পদে যাকোব তার এই সন্দেহ স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে বলেছে, *"তোমরা আমাকে পুত্রহীন করেছ; যোষেফ নেই, শিমিয়ন নেই, আবার বিন্যামীনকেও নিয়ে যেতে চাইছ; এ সকলই আমার প্রতিকূল।"* যাকোবের এই কথার মধ্যে পরিষ্কার যে, যাকোব ভালো করে জানে যোষেফ ও শিমিয়নকে হারানোর পেছনে কে দায়ী। আর তাই, শিমিয়নকে মিসরের কারাগার থেকে মুক্ত করার আশা যাকোব ত্যাগ করে ও বিন্যামীনকে তাদের সঙ্গে মিসরে পাঠাতে যাকোব নারাজ হয়। এইসময় বড়ো ছেলে রূবেন নিজের দুই পুত্রের জীবনের বিনিময়ে বিন্যামীনকে ফেরত আনার অঙ্গীকার করে (৩৭ পদ)। তথাপি, তাদের পারিবারিক সম্পর্ক-মিটমাটে যাকোব বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে এমন কথা বলেছে, *"আমার পুত্র (বিন্যামীন) তোমাদের সঙ্গে যাবে না, কারণ তার সহোদর মারা গেছে, সে একা আছে; তোমরা যে পথে যাবে, সেই পথে যদি এর কোনও বিপদ ঘটে, তবে শোকে এই পাকা চুলে (বৃদ্ধ বয়সে) আমাকে পাতালে নামিয়ে দেবে।"*

যাকোবের এই কথা দিয়ে ৪২ অধ্যায় শেষ হয়েছে। আর তার দ্বারা শেষ পরিণতি দেখতে সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছে। তার দাদারা সতিই পরিবর্তিত হয়েছে কি না, তা দেখতে **যোষেফ** অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আবার, তাকে কারাগার থেকে মুক্ত করতে তার ভাইরা কবে আসে, **শিমিয়ন** তার অপেক্ষা করছে। অন্যদিকে, তারা আবার মিশরে যেতে পারে কি না, তা দেখতে **অন্য ভাইরা** অপেক্ষা করছে।

গ। আমরা কী করছি? আমরা সকলেই অন্যদের বিরুদ্ধে পাপ করেছি ও তাদের কষ্ট দিয়েছি। আবার, অন্যরাও আমাদের বিরুদ্ধে পাপ করেছে, আমাদের কষ্ট দিয়েছে। তাই, আমরা প্রত্যেকেই অন্যদের বিরুদ্ধে আমাদের সেই সমস্ত পাপের লজ্জ্যা থেকে মুক্ত হতে চাই, কিংবা আমাদের বিরুদ্ধে অন্যদের পাপের ব্যথা থেকে মুক্ত হতে চাই। কিন্তু এইভাবে আমরা যখন আমাদের সম্পর্ক মিটমাট করতে চাই, তখন আমরা কেবল অন্যদের সঙ্গে আমাদের সমান্তরাল সম্পর্ককে চিন্তা করি; ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের আড়াআড়ি সম্পর্ককে উপেক্ষা করে থাকি।

কিন্তু বাস্তব হল, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের তত্ত্বাবধান করে চলেছেন ও আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন,তাঁর সঙ্গে যদি আমাদের সঠিক সম্পর্ক না থাকে, পৃথিবীর মাটিতে আমরা কখনও একে অন্যের সঙ্গে সঠিক সম্পর্কের অধিকারী হতে পারি না। যোষেফের দাদারা যেযেফের বিরুদ্ধে যে পাপ করেছিল, **সেই পাপ যে তারা প্রাথমিক ভাবে (মূলত) ঈশ্বরের বিরুদ্ধে করেছিল**, যার জন্য তারা শাস্তি পেতে বাধ্য ছিল, এই সত্য যখন তারা উপলব্ধি করেছিল, কেবল তখন তাদের মধ্যে প্রকৃত পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। ২১ পদে তারা বলেছে, *"নিশ্চয়ই আমরা আমাদের ভাইয়ের বিষয়ে অপরাধী . . . এই জন্য আমাদের উপরে এই সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে।"* আবার, ২৮ পদের শেষে তারা এমন কথা বলেছে, *"ঈশ্বর আমাদের প্রতি এ কী করলেন?"* তথাপি যে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আমরা পাপ করেছিলাম, তিনি ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে শন্তির সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছেন। ঈশ্বর যদি যোষেফের দাদাদের পাপের প্রতিশোধ নিতেন, তাহলে তিনি দুর্ভিক্ষের সময় তাদের কনানে ফেলে রাখতে পারতেন, যেখানে তারা খাবার না পেয়ে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

মারা পড়ত। কিন্তু তা ঈশ্বরের পরিকল্পনা ছিল না। তারা তাদের অপরাধ উপলব্ধি করার অনেক পূর্বে তাদের জীবন রক্ষা করার পরিকল্পনা ঈশ্বর করেছিলেন। কিন্তু যা দেখে আমরা সবথেকে অবাক হই, তা হল, তাদের দ্বারা সাধিত সবথেকে মারাত্মক পাপকে ব্যবহার করেই ঈশ্বর সেদিন তাদের রক্ষা করেছিলেন। তারা যখন তাদের পিতার সবথেকে প্রিয় সন্তান যোষেফের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, যার ফলস্বরূপ যোষেফ মিসরে কৃতদাস হয়েছিল, দুঃখভোগ করেছিল, ও অন্যায় ভাবে কারাগারে বন্দি হয়েছিল, ঈশ্বর সেই পথকেই ব্যবহার করে যোষেফকে মিসরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদ দিয়েছিলেন ও তার মাধ্যমে অসংখ্য মানুষের জীবন বাঁচিয়েছিলেন।

এই দিক থেকে যোষেফ হল যীশুর প্রতিরূপ। পিতা ঈশ্বরের প্রিয়তম পুত্র যীশু আমাদের হাতে আমাদের পাপের কারণে অন্যায়, অবিচার, অবমাননা, ও মৃত্যু ভোগ করতে আমাদের জ্যেষ্ঠ ভাই হয়ে (ইব্রীয় ২:১১) পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তারপর তিনি মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থিত হয়েছেন ও পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণে উপবিষ্ট হয়েছেন, উচ্চীকৃত হয়েছেন। আর সেখান থেকে তিনি আমাদের নতুন জীবন, আত্মা ও পুনরুত্থানের আশা যুগিয়ে চলেছেন।

অবশ্য যোষেফের মতো যীশু তাঁর ভাই আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক-মিটমাটের জন্য প্রথমে আমাদের পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করেননি। ক্রুশের উপর তিনি আমাদের পাপের শাস্তি ও আমাদের দুঃখভোগের লজ্জ্যা বহন করেছেন; এবং তাঁর সেই ধার্মিকতার কাজের শুভফল এখন পবিত্র আত্মা আমাদের জীবনে প্রয়োগ করে থাকেন। তাই, যীশু যখন তাঁতে বিশ্বাস করতে আমাদের বলেন, তখন তিনি একাধারে তাঁকে আমাদের ভাই হিসাবে (পাপ ছাড়া সমস্ত বিষয়ে আমাদের সমান) এবং আমাদের প্রভু হিসাবে (যিনি আমাদের রক্ষা করতে, আমাদের ভালোর জন্য আমাদের উপর প্রভুত্ব করে থাকেন) স্বীকার করতে বলেন। পবিত্র আত্মাই যীশুকে বিশ্বাস করতে আমাদের নতুনজন্ম দেন এবং বিভিন্ন পরীক্ষা ও দুঃখভোগের মাধ্যমে সেই নতুন জীবনের বর্ধিষ্ণু ফল দেখতে তিনি আমাদের সুযোগ করে দেন।

এত কথা বলার পরও আমাদের জীবনে আমরা তাদের কথা চিন্তা করতে পারি, যাদের সঙ্গে সম্পর্ক মিটমাট করা খুব কঠিন বলে মনে হয়। মনে রাখতে হবে, সম্পর্ক মিটমাটের জন্য উভয় পক্ষের প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এখন আমি কোন্ পক্ষের, তা প্রথমে দেখতে হবে– যে অপরাধ করেছে, না কি, যার বিরুদ্ধে অপরাধ করা হয়েছে? অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, আমরা নিজেদের বিষয় যে কথা চিন্তা করি, তা হল, আমাদের বিরুদ্ধে অন্যরা অপরাধ করেছে, আমরা অপরাধী নই। কিন্তু বিশ্বাসী হিসাবে আমাদের সত্য স্বীকার করতে হবে। এক হাতে যেমন তালি বাজে না, আমরাও কখনও নিজেদের নিরপরাধী বলতে পারি না। এখানেই একজন বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর মধ্যে অন্যতম পার্থক্য। বিশ্বাসী আমরা জানি আমাদের পাপের দেনা স্বয়ং যীশু শোধ করেছেন। তাই আমি আমার পাপ নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে পারি, সেই পাপের দ্বারা চাপা পড়ার কোনও ভয় আমার নেই। আর তাই সেই পাপ অস্বীকার করার কিংবা খাটো করার কোনও প্রয়োজন নেই। খ্রীস্টের শক্তিতে আমি সেই পাপের জন্য অনুতপ্ত হতে ও সেই পাপ থেকে ফিরতে সক্ষম। অন্যদিকে, আমরা জানি, খ্রীস্টই চূড়ান্ত প্রভু ও ন্যায়বিচারক, তাই যারা আমাদের বিরুদ্ধে পাপ করেছে বা আমাদের কষ্ট দিয়েছে, আমরা তাদের ক্ষমা করতে পারি, কারণ তিনি তাদের প্রতি নায়বিচার সাধন করবেন।

কিন্তু সেই সমস্ত **বিশ্বাসীর** বিষয় আমরা কী বলব, যাদের সঙ্গে আমরা এই পৃথিবীর মাটিতে মিটমাট করতে পারি না? তাদের বিষয় শেষ আশা হল, আমরা উভয়েই সেই স্বর্গে গৌরবান্বিত হব, যেখানে কোনও পাপ থাকবে না, ফলস্বরূপ আমাদের মধ্যে যোগাযোগে কোনও সমস্যা থাকবে না, শেষে একে অন্যকে আমরা সত্যিই ভালোবাসতে পারব।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com